ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ধান চাষে সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা

**মাঠে গন্ধক ও দস্তার অভাব মেটান
বেশী ফসল ঘরে উঠান**

সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা কি এবং কেন?

এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন জৈব পদার্থ সহজলভ্য এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হলে এতে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়। প্রথমত, ময়লা-আবর্জনা (শস্য অবশিষ্টাংশ বা কম্পোষ্ট), গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা পরিবেশ দূষণ করছে। সেগুলোকে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করে গাছের কিছু অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করা যায়। দ্বিতীয়ত, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাটির উর্বরতা শক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমানো সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

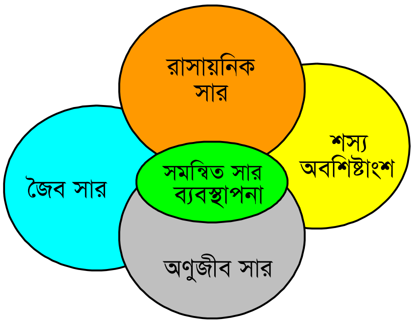

চিত্র: সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনার উপাদান

ধান উৎপাদনে সমন্বিত সারের কার্যকারিতা

চিত্রে দেখা যায় যে মাটিতে জৈব পদার্থ কম থাকায় রাসায়নিক সার প্রয়োগে ধানের ফলন বৃদ্ধি না পেয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখায় থেমে গেছে। এ অবস্থায় -

- জৈব ও রাসায়নিক সারের সম্মিলিত প্রয়োগ সর্বোচ্চ ফলন দেয়।
- রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।
- রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে।

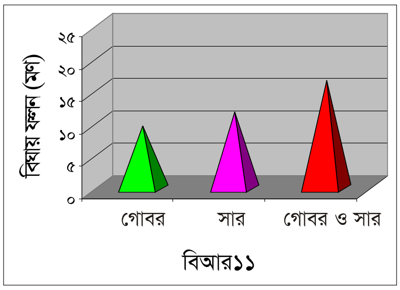

চিত্র: জৈব সারের উপকারিতা

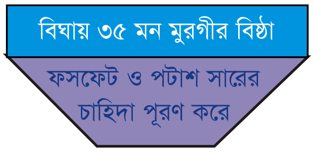

মুরগীর বিষ্ঠার গুণাগুণ

শস্যক্রম

শস্যক্রমে বরবটি, মাষকলাই সংগ্রহ করে এসবের অবশিষ্টাংশ অথবা ধৈঞ্চা সরাসরি ওই জমির বা অন্য জমিতে ব্যবহার করা যায়। এতে সারের মাত্রা কম লাগে এবং ফলনও বেশী হয়।

মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি

মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর পরিবর্তনে জৈব পদার্থের অনেক প্রভাব রয়েছে। সাত বছরের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, জৈব পদার্থ হিসাবে গোবর ও ধৈঞ্চা ব্যবহার করায়-

- মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়েছে।
- মাটির স্বচ্ছিদ্রতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গাছের গ্রহণযোগ্য অনেক খাদ্যোপাদান মাটিতে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ মাটির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।
- এছাড়া মাটিস্থ উপকারী জীবাণুর কর্মক্ষমতা ও কার্যকারিতা বেড়েছে।

**মাটির কোলে জৈব সার
মায়ের কোলে শিশুর আহার**

আরো তথ্যের জন্য :
ড. আব্দুল লতিফ শাহ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ brrihq@bdonline.com

অধিবেশন ২: মডিউল ৬
ফ্যাক্ট শীট ১০

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট